JUN. 22 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেলকুচিতে ভবন স্থানান্তর নিয়ে বিরোধ

স্কুলঘর ভেঙে নিয়ে গেছেন চেয়ারম্যান, পাঠদান বন্ধ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি : ইউনিয়ন পরিষদের এক চেয়ারম্যান হাইস্কুলের ঘরসহ আসবাবপত্র ভেঙে নিয়ে আসায় গত ৭ দিন যাবৎ ঐ স্কুলে লেখাপড়া বন্ধ রয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে একটি চলমান স্কুল ঘর ভেঙে নিয়ে আসায় কর্তৃপক্ষ স্কুলের লেখাপড়া অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছ। বেলকুচি উপজেলার বড়ধূল ইউনিয়নের ষোলশত জাঙ্গালিয়া হাইস্কুলে এ ঘটনা ঘটেছে। স্কুলটিতে প্রায় সাড়ে ৩০০ ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

জানা গেছে, গত ১৩ জুন রাত্রে বড়ধূল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আছিরুদ্দিন মোল্লার নেতৃত্বে ৪০/৫০ জনের একটি দল ষোলশত জাঙ্গালিয়া হাইস্কুলের ২টি টিনের ঘর, বারান্দা, টিউবওয়েল ভেঙে পার্শ্ববর্তী দিঘলিয়ায় নিয়ে আসে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক ও স্কুল কমিটিকে না জানিয়ে চেয়ারম্যান ঐ স্কুলের ঘর ভেঙে নিয়ে আসে। চেয়ারম্যান তার নিজস্ব এলাকা মনতলাতে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করতে চান। এদিকে দিঘলিয়া গ্রামের লোকজন নিজ গ্রামে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। স্কুলটি বাঙ্গুয়ার চরে ছিল। প্রায় ৩০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি নদী ভাঙ্গনের কারণে এলাকার লোকজন বাঙ্গুয়ার চরে প্রতিষ্ঠা করে। গত মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বৈঠক করলেও স্কুল ভবন স্থানান্তরের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুলটি বন্ধ ঘোষণা করেছে।

স্থানীয় লোকজন চেয়ারম্যান আছিরুদ্দিন মোল্লা কর্তৃক স্কুলটি ভেঙে ফেলার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এ নিয়ে ঐ এলাকায় চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। স্কুল কমিটি উপজেলা প্রশাসনকে বিষয়টি অবহিত করলেও প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।